

# এত লম্বা হওয়ার কী আছে?

## উম্মে মুসলিমা

একজন নামী মডেল একদিন তার সাক্ষাৎকারে বলছিলেন ‘মডেল হবার নাম্বার ওয়ান পূর্বশর্ত হলো তাকে লম্বা হতে হবে।’ আজকালকার আধুনিক মা-বাবা ছেলেমেয়ের বিয়ের পাত্র-পাত্রী পছন্দের সময় আগেই দেখেন তারা কতখানি লম্বা। খাটো মেয়েরা দশ ইঞ্চি হিলজুতো পায়ে শাড়ি বা সালোয়ার অথবা লেহেঙ্গা মাটি ছুঁয়ে পরে সামনে এসে দাঁড়ালে তার উচ্চতা নির্ণয়ের সাধ্য নেই কারো। কিন্তু খাটো ছেলেদের সে উপায় নেই। লুঙ্গি যদি জাতীয় বা বিয়ের পোশাক হিসেবে স্বীকৃতি পেত তাহলে বোধহয় ছেলেগুলো বেঁচে যেত। ওরাও মেয়েদের মতো পা ঢেকে বুলিয়ে লুঙ্গি পরে উচ্চতা ফাঁকি দিতে পারত। ছেলেদেরও যে হিলজুতো একেবারে নেই তা নয়। কিন্তু তা ততটা আধুনিক বা সময়োপযোগী নয়। এক দীর্ঘদেহী বর এক ইয়া লম্বা হিলজুতো পরা ছোটখাটো কনে (অমিতাভ বচ্চন ও জয়া ভাদুড়ির মতো) বিয়ে করে নিয়ে এলে তার রসিক দুলাভাই তাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, ‘কী শালাবাবু, বউ কি শুয়েও থাকবে হিলজুতো পরে?’

বড় বড় শহরে ব্যয়ামাগার বা জিমে গিয়ে ছেলেমেয়েরা রিংয়ে ঝুলে বা স্ট্রেচিং করে লম্বা হওয়ার কসরত করে। গ্রামেগঞ্জে গাছের ডাল ধরে ঝোলে। আগেকার দিনে গ্রামদেশে (এখনো কোনো কোনো প্রত্যন্ত অঞ্চলে) ছোটখাটো গড়নের মেয়েরাই সুন্দরী হিসেবে বিবেচিত হতো। লম্বা মেয়েদের বলা হতো ‘ঢ্যাঙা, কপালে বর জুটবে না’। শরৎচন্দ্রের ‘অরক্ষণীয়া’ উপন্যাসে নায়িকার মামী একটু বেশি লম্বা ছিল বলে সে যথেষ্ট হাসি-ঠাট্টার উদ্বেগ করেছিল। লম্বারাও নিজেদের গোত্রছাড়া মনে করে খুব অসুস্তির সঙ্গে স্কুলে বা বাইরে যেত। সমবয়সী খাটো বন্ধুদের সঙ্গে তাল মিলিয়ে হাঁটতে গিয়ে রীতিমতো কুঁজো হয়ে সমতা বজায় রাখার চেষ্টা করত। এখন সব জায়গাতেই ধারণা পাল্টাচ্ছে। আকাশ সংস্কৃতি গ্রামেগঞ্জের কোনায় কোনায় পৌঁছে গেছে। যে যত লম্বা হতে পারছে তার তত দাম বাড়ছে। কি সৌন্দর্যের বাজারে, কি বিয়ের বাজারে, কি ক্যারিয়ারের বাজারে-সব জায়গাতেই লম্বারা অগ্রাধিকার পাচ্ছে।

লম্বা হওয়ার জন্য কী কসরতটাই না করছে আজকের ছেলেমেয়েরা! ওদের মা-বাবারাও কম যান না। কৈশোর অতিক্রম করতে না করতেই মা-বাবারা নিজের সন্তানের দিকে তাকিয়ে হতাশ হয়ে পড়েন-‘ও কি আর লম্বা হবে না’? ডাক্তারের কাছে ছোটেন, জিমে দৌড়ান, সুইমিং-সাইক্লিংয়ে ভর্তি করান আর সারাক্ষণ ওদের সামনেই খেদ প্রকাশ করতে থাকেন-‘অম্মকের ছেলেটা কী সুন্দর লম্বা! ছেলেদের হাইটসই হচ্ছে সৌন্দর্য। অম্মকের মেয়েটা বেশ কদিনেই কেমন ধা ধা করে বেড়ে গেল। আমার মেয়েটা যেন কেমন ঝিম ধরে আছে। আর বাড়বে না মনে হয়। ইস আমার কত দিনের শখ ছিল, আমার মেয়েটা হবে মডেলদের মতো লম্বা!’ মা-বাবার এসব আফসোস শুনতে শুনতে ছেলেমেয়েরা একধরনের হীনমন্যতাবোধে ভুগতে থাকে। অনেক সময় তারা বন্ধুহীন হয়ে পড়ে। নিঃসঙ্গ থাকার খারাপ দিকগুলোর দিকে ঝুঁকে পড়ে।

কিন্তু গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায়, লম্বা হওয়াতে বাস্তবে লাভের চেয়ে লোকসানই বেশি। লম্বা হওয়া যেমন খরচের, তেমনি বিভ্রমনারও। যেমন-লম্বাদের খাইখরচা বেশি, পোশাক-আশাকে বেশি কাপড় লাগে, উঁচু ছাদের বাড়ি লাগে, বড় খাট-বিছানা লাগে, বেশি বেশি সাবান কসমেটিকস্ লাগে, বড় বড় জুতো লাগে, অল্প বয়সে স্পাইন পেইনে ভোগা লাগে, কোলাকুলি করতে গেলে হাঁটু ভেঙে দাঁড়ানো লাগে, সিনেমা-থিয়েটার দেখতে সামনে বসলে পেছনের সারির কটুক্তি কানে লাগে, ড্রাইভিংয়ে বসলে পেছনের সিটে বসা মানুষটির গালাগালি শোনা লাগে। তা ছাড়া চিকিৎসাবিজ্ঞানীদের মতে লম্বা মানুষেরা খাটো মানুষদের চেয়ে কম বুদ্ধিদীপ্ত হয়।

সুতরাং লম্বা হতেই হবে, না হলে এ ভবজীবন ব্যর্থ-এ ধারণা নিয়ে বড় হওয়া অত্যন্ত ক্ষতিকর। সন্তোষজনক উচ্চতা না নিয়েও যারা নিজের প্রতিভাকে কাজে লাগিয়েছেন তারাই সু সু ক্ষেত্রে মডেল। ইন্দিরা গান্ধী আহামরি

কিছু লম্বা ছিলেন না। ফিলিপাইনের প্রেসিডেন্ট গোরিয়া তো প্রায় বামন। জয়া ভাদুড়ি, রানী; আমাদের বেগম সুফিয়া কামাল, সালমা হায়েক কী আর এমন বেশি লম্বা? তাতে কি তারা লজ্জায় নিজেদের লুকিয়ে রেখেছেন? না সক্রোটস, ইখতিয়ার উদ্দিন মোঃ বখতিয়ার খিলজি, ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, সুনীল গাভাস্কার, টেডুলকার বা আমাদের আশরাফুল লম্বা নন বলে মনের দুঃখে বসে বসে দিন কাটিয়েছেন? প্রতিভার কাছে লম্বা-খাটো কোনো বিষয় নয়। প্রতিরক্ষা বিভাগে চাকরি বা মডেলিংয়ের জন্য হয়তোবা একটা নির্দিষ্ট উচ্চতা জরুরি। কিন্তু ওই একটা সুপ্নই থাকতে হবে অন্তর জুড়ে-ওটা না হলে জীবনে আর কিছু হবে না-এই একপেশে আকাঙ্ক্ষা একটি জীবনে পরিপূর্ণতা আনতে পারে না। প্রতিভা বিকাশের নানা ক্ষেত্র রয়েছে। উপযুক্ত সময়ে তার যথোপযুক্ত ব্যবহারের কৌশল অবলম্বন করতে হবে।

কেবল খর্বাকৃতির জন্য 'করিতে পারি না কাজ, সদা ভয় সদা লাজ, সংশয়ে সংকল্প সদা টলে, পাছে লোক কিছু বলে'-মনে পুষে রেখে এ নশ্বর মানবজীবন হেলায় নষ্ট করার চেয়ে 'সংকোচেরই বিহীনতা নিজেরই অপমান, সংকটেরই কল্পনাতে হইয়ো না ত্রিয়মাণ' বলে বুক ফুলিয়ে এগিয়ে যেতে হবে। শুধু ঢ্যাঙঢেঙে লম্বা হয়ে শারীরিক সৌন্দর্যের সাইনবোর্ড টাঙিয়ে নিষ্ঠুরের ধ্বজাধারী হলে ওই লম্বাকে তখন আর সুন্দর মনে হবে না-মনে হবে বেশি জায়গা দখলকারী এ এক জঞ্জাল বটে !